STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

**Class- V**

**Sub- 2nd language (Bengali)**

**Time- 30minutes**

**Topic- Handwriting & Spelling**

**Date- 12/06/2020**

**Worksheet- 19**

লিচে দেওয়া অংশটা প্রথমে ভালো করে পড়বে এবং তারপর দেখে দেখে লিখবে। যে শব্দ গুলির নিচে দাগ দেওয়া আছে সেগুলি আলাদা করে লিখে বানানের জন্য মুখস্থ করবে। সমস্ত কাজ একটি পৃষ্ঠায় করবে এবং তারপর পৃষ্ঠাটি তারিখ অনুযায়ী যত্ন করে ফাইল-এ রেখে দেবে।

ও-রকম লোক এখানেও আছে।

দিদিমা এসে বলেন, 'ওঃ, চাঁদের তাহলে বাড়ি ফেরার মর্জি হয়েছে! কে জানে হয়তো এবার এ বাড়ির অন্য লোকদেরও পড়াশুনো খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি হবে। মেজো মামা সরভাজা এনেছে, জানিস তোরা?'

ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ সরভাজা। রুমু তখুনি চলে গেল। বোগি অনেকক্ষণ ভুলোর নাক, মুখ, চোখ পরীক্ষা করে দেখল। কই, কিছু তো হয়নি। তারপর খুব আঁটো করে কলার লাগিয়ে সরভাজা দেখতে গেল।

রাতে শোবার সময় মশারি টানাতে টানাতে ঝগড়ু বলল, 'বোগিদাদা, ভুলো কিছু খেল না, চটের উপর শুয়ে খালি ঘুমুচ্ছে।'

বোগি রুমু একবার ঝগড়ুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু আর বলা হল না। ঝগড়ুটা ভারি বাজে বকে, এখনি দাদু-টাদুকে বলে একাকার করবে।

ঝগড়ু বলল, 'কে জানে, যা পাজি কুকুর, ঘরের ভাত মুখে রোচে না, কোত্থেকে কী খেয়ে এসেছে কে জানে!'

বোগি শুধু বলল, 'থাক চেনে বাঁধা। আজ রাত্রে ছাড়িস না ওকে।'

রুমু বলল, 'কিন্তু রাতে যদি ক্যাঁওম্যাঁও লাগায়? দাদু যদি রাগ করে?'

ঝগড়ু মশারির দড়িটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে টান করে ধরে, দু-হাতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'কম বদমাশ ওই কুত্তো! সব বাড়ির কুকুর সারাক্ষণ বাঁধা থাকে, আর এনাকে একটু বাঁধলেই পাড়া মাত করবেন! ইদিকে ছাড়লে আবার একে কামড়ে, ওকে কামড়ে একাকার করবেন!'

রুমু বলল, 'আহা, রুটিওলা যে ওর ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়েছিল।'

'তোমাদের দাদুর বন্ধু অনিমেষবাবুও ল্যাজ মাড়িয়েছিল?'

বোগির বিরক্ত লাগছিল। 'দেখো ঝগড়ু, বাজে বোকো না। অনিমেষবাবু কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। জানোই তো কালো জোব্বা দেখলে ভুলো রেগে যায়।'

'বেশ, বোগিদাদা, বেশ! তোমাদের কুকুরের জন্য তোমাদের হাতে হাতকড়া পড়লে আমার আর কী হবে, বলো!'

ঝগড়ু চলে গেলে, বোগি অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। তারপর একবার উঠে, টেবিল থেকে টর্চটা নিয়ে, গুটিগুটি গিয়ে ভুলোকে দেখে এল। ভুলো নাক ডাকাচ্ছে!

আবার এসে শুতেই রুমু চাপা গলায় ডাকল, 'দাদা!'

'চুপ কর। ঘুমো। ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে দাঁত মাজতে মাজতে পিছনের বারান্দায় গিয়ে রুমু বোগি দেখে, জানলার শিকের সঙ্গে ভুলোর চেন বাঁধা, তার আগায় কলার আটকানো, কিন্তু ভুলো নেই।

## ২

নেই তো নেই। চা খেতেও এল না। বোগি সে-বিষয় কোনো কথা না বলে বাড়ির চারপাশটা একবার খুঁজে এল। রুমু রান্নাঘরের পিছনে ঝগড়ুকে একটু বলতে গিয়েছিল। ঝগড়ু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে এক কাণ্ড করে বসল। 'আমি যেতে পারি নেড়িকুত্তো খুঁজতে এই সাত সকালে, যদি তোমরা দু-জন কুয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের চৌবাচ্চা ভরে, রান্নাঘরের ট্যাঙ্কি ভরে, চারাগাছে জল দিয়ে—' দিদিমাও রান্নাঘর থেকে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা, নেড়িকুত্তো কখনো পোষ মানে শুনেছিস? হাজার চান করিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, কানা-তোলা থালায় করে খেতে দিস, সেই এর বাড়ি ওর বাড়ি আঁস্তাকুড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে— যা দিকিনি এখন, সকাল বেলাটা হল গিয়ে সংসারের চাকায় তেল দেবার সময়।'

রুমু ঘরে ফিরে এল। বোগি কোলের উপর বই নিয়ে বসে আছে।

'দাদা, হলদে পালকটা দেখি।'

অদ্ভুত পালকটা। অন্য পালকের রোঁয়াগুলো একসঙ্গে সেঁটে মোলায়েম হয়ে থাকে। হলদে পালকটার রোঁয়াগুলো কোঁকড়া, রোদ লেগে ঝকমক করছে, হাওয়ায় ফুরফুর করছে। গোড়াটা সাদা কাচের একটা ফুলের মতো।